

নোবিপ্রবিতে চিকিৎসকের ওপর হামলা বিচারের দাবিতে ভিসি ভবনে তালা দিয়ে অবস্থান ধর্মঘট : কর্মবিরতি

নোয়াখালী প্রতিদিন

নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের হামলায় আহত হয়েছে মেডিকেল অফিসার। এ ঘটনার প্রতিবাদে বুধবার সকাল ১১টায় ভিসি রেজিস্ট্রার ও প্রশাসনিক ভবনে তালা ফুটিয়ে দেয় কর্মকর্তারা। পাশাপাশি তারা প্রফেসর একেএম জাইয়ুদ হক চৌধুরীর নিয়োগ বাতিলার বহু কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকরি স্থগীতকরণ, পদোন্নতি ও কর্মকর্তাদের নিরাপত্তার দাবিতে লাগাতার কর্মবিরতি ঘোষণা করে। অন্য দায়, বস মতেশ্বর থেকে ফেল্ডয়ারি পর্যন্ত নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন পর্যয়ে কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করা হচ্ছে। ওইসব নিয়োগে ভিসির বিরুদ্ধে দায় দায় চাকার নিয়োগ বাগিলোর অভিযোগ উঠেছে। এ ব্যাপারে ১ মতাহ ধরে বিশ্ববিদ্যালয়, সেনাপুর ও মাইজলী বিভিন্ন স্থানে বিশ্ববিদ্যালয়ের অজ্ঞাত নামে পিফসেটে প্রচার করা হয়। এই পিফসেটের ব্যাপারে ভিসি একেএম সাহিদুর রহমানে চৌধুরীসহ তার আহ্বাজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের কাছে জানাজানি হয়ে যায়। বুধবার সকাল ১১টায় ভিসির সমর্থক কুন্ডার আব্দুল্লাহ ও আলমগীর বিশ্ববিদ্যালয় বাহ্য বিভাগে আসে। রোগীদের সাইন ওআইটেক করে কুন্ডার আব্দুল্লাহ ও আলমগীর ডাক্তার আরামত রহমানের সঙ্গে কথা কটাকাটিতে পিণ্ড হয়। এক পর্যায়ে কুন্ডার আব্দুল্লাহ ও আলমগীর উত্তেজিত হয়ে ভিসির বিরুদ্ধে পিফসেটে প্রচারের অভিযোগে ডাক্তার আরামত রহমানকে শারীরিক মার্কিত করে। ডাক্তার আরামত রহমানকে উদ্ধার করতে নিরাপত্তা কর্মকর্তা আবদুল কাদের এগিয়ে এসে তাকেও শারীরিকভাবে মার্কিত করা হয়। এই সংবাদ বিশ্ববিদ্যালয় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে জানাজানি হলে দুপুরের মধ্যে কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ওই ২ কর্মচারীর বিচার, ৩৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর চাকরি স্থগীতকরণ ও পদোন্নতির দাবিতে ভিসি, রেজিস্ট্রারসহ প্রশাসনিক ভবনের প্রধান গেটে তালা ফুটিয়ে ৪ ঘণ্টা অবস্থান ধর্মঘট করে। একই সূত্রে ওই

দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীরা লাগাতার কর্মবিরতি পালনের ঘোষণা দেন। রেজিস্ট্রার মোহিনুল হক ঘটনার মতত্যা স্বীকার করে যুগান্তরকে জানান, তুচ্ছ ঘটনার জের ধরে দুই কর্মচারী মেডিকেল অফিসার ও নিরাপত্তা কর্মকর্তাকে মার্কিত করেছে। এ নিয়ে ভিসিসহ আনন্দের মিটিংয়ে যাবে।